দৈনিক বাংলা

তারিখ 25 MAR 1987
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ১

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ছাত্র ভর্তি : সেই পুরনো সমস্যা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমবর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হবার জন্য যেসব ছাত্র আবেদন জানিয়েছে তাদের সংখ্যা প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার। তবে ঐ দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট আসনসংখ্যা ৫,৬৭১। তার অর্থ হচ্ছে প্রায় ৪০ হাজার ছাত্রকেই ভর্তির আশা ত্যাগ করতে হবে। শতকরা মাত্র ১১ ভাগ ছাত্র উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যে সেশনের জন্য এখন ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটি আগামী ১৯৮৭-৮৮ সেশন নয়। তার আগের অর্থাৎ ১৯৮৬-৮৭ সেশন—মাত্র তিন মাস পর যা শেষ হতে যাচ্ছে। এর অর্থ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনার্স ক্লাসে ভর্তির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সেশনের প্রায় নয় মাস অতিক্রান্ত হবার পর। বলাবাহুল্য সেশন জটের দাপটে এই অবস্থা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষা, ফল প্রকাশ ও ভর্তির প্রক্রিয়া শেষ হতে ১৯৮৬-৮৭ সালের সেশন ১৯৮৭-৮৮ সেশনেরও কয়েক মাস পেরিয়ে যাবে বলে মনে হয়। আর যদি কোন কারণে ভর্তি পরীক্ষা পিছিয়ে যায়, সে আশংকা মোটেই উড়িয়ে দেয়া যায় না, তাহলে কবে কখন যে ১৯৮৬-৮৭ সেশনের পড়াশোনা শুরু হবে তা একমাত্র ভবিতব্যই বলতে পারে। এদিকে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আশায় গত নয় মাস ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে, তাদের মধ্যে যারা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে তাদের মানসিক অবস্থা কেমন হবে তা অনায়াসেই কল্পনা করা যায়। আর তখন তারা কোথায় ভর্তি হবে সেটাও একটা প্রশ্ন।

এদিকে ভর্তির প্রক্রিয়া ও যথাসময়ে অর্থাৎ প্রতিটি সেশনের গোড়াতেই ক্লাস শুরু করার ব্যাপারে আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে সেশনজট ছাড়াতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যতই ব্যর্থতার পরিচয় দিক, ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে ব্যবসা চালাতে তারা মোটেও কুণ্ঠিত হয়নি। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভর্তির ফরমের দাম প্রায় দ্বিগুণ করে ফেলেছে। ফরমের এই মূল্যস্ফীতি অভাবিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে মূল সমস্যা আসন সংখ্যার। প্রতিবছর হাজার হাজার ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ার থেকে ফিরে যাবে এটা কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। সেক্ষেত্রে এখন যেসব ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তাদের অবস্থা কি হবে? কিন্তু নির্মীয়মাণ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় হয়তো সমস্যার তীব্রতা কমাতে পারে কিন্তু পূর্ণ সমাধান দিতে পারবে না। সেক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় দেশের বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিফটসংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন বলেও আমরা মনে করি।